তারিখ ... 24 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

লক্ষ্মীপুর : রায়পুরের ডিসির প্রতিষ্ঠিত বাতিঘর স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা —সংবাদ

রায়পুরে ডিসির বাতিঘর স্কুলে শুরুতেই অনিয়ম

প্রতিনিধি, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে ডিসির প্রতিষ্ঠিত বাতিঘর স্কুলের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা শিল্পী রানী রায় স্কুল ভবন তৈরি ও শিক্ষার্থীদের মাসিক চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ সময় সভায় উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মাস্টার আলতাফ হোসেন হাওলাদার, থানার এসআই হারুনুর রশিদ, ১০ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা প্রসাশনের বিভিন্ন কর্মকর্তা বৃন্দ প্রমুখ।

জানা য়ায়, পৌর শহরের পান বাজার এলাকায় সুইপার কলোনির সরকারি একটি খাস জমিতে গত জুন মাসে সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও বয়স্কদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বাতিঘর নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসন জিল্লুর রহমান চৌধুরীর। এ সময় স্থানীয় রায়পুর ফ্রেন্ডস ফোরাম নামের একটি সেবামূলক সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তুহিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ডেন্টিষ্ট ওহিদুর রহমান মুরাদকে স্কুলটি পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়ে থাকে। পরে তারা প্রাথমিকভাবে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে তিন জন শিক্ষকের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছে এ স্কুলটি। এতে সকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত বঞ্চিত পথশিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত বয়স্কদের বাংলা, ইংরেজি এবং অংকসহ বিভিন্ন বিষয়ে ফ্রি পড়ানো কথা থাকে। গত সোমবার স্কুলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিল্পী রানী রায় পরিদর্শনে গেলে স্কুলটির ছাত্রছাত্র ও অভিভাবকসহ স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন ফ্রি শিক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের কাজ থেকে প্রতি মাসে ১শ' থেকে ২শ' টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এবং ভবন তৈরিতেও প্রতি জন অভিভাবকের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা করে আদায় করে। কিন্তু স্কুলটি তৈরি ও পরিচালনায় ডিসির পক্ষ থেকে সরকারি বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়েছে। এছাড়াও পৌর মেয়র ও এমপির পক্ষ থেকেও অনেক অনুদান দেয়া হলেও তেম কোন সুফল পায়নি স্থানীয় সুবিধা বঞ্চিত লোকজন ও ছাত্রছাত্রীরা। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে রায়পুর ফ্রেন্ডস ফোরাম সাধারণ সম্পাদক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডেন্টিস্ট ওহিদুর রহমান মুরাদ জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই স্কুলের সভাপতি। স্কুল নিয়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় তিনি যে কথা বলেছেন তা সঠিক নয়। ভবন তৈরিতে অভিভাবকদের কাছ থেকে স্থানীয় আজদ নামের এক নেতা অন্য একটি সংগঠনের কথা বলে কিছু টাকা নিয়েছে বলে আমি শুনেছি।